মুমিন মুসলমানদের মোনাফেকী এবং ভয়ঙ্কর আল্লাহ!!!

সাঈদ কামরান মির্জা
অক্টোবর ১৪, ২০০৫

আমেরিকান কাফেরের দেশে পরপর দু'টি গজবী তুফান **Hurricane katrina** এবং **Hurricane Rita** এর ধংসযজ্ঞ ঘটে যাওয়ায় বিশ্বের সকল মুমিন মুসলিমদের মনে মহা আনন্দ এবং তৃপ্তির রেশ কাটতে না কাটতেই পরম দয়ালু বেদুইন আল্লাহর সুনজর পরল পবিত্র ভুমি খোদ পাকিস্তানের মুমিন মুসলিমদের উপর। হিমালয়ের পাদ দেশে তেমন পানি (সমুদ্র) না থাকায় আল্লাহ তায়ালা পাকিদের পবিত্র ভুমিকে তার (আল্লাহ)নিজ হস্থ দ্বারা দিলেন এক মহা ঝাঁকনি, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় **Earthquake** বা বাংলায় বলা হয় ভুমিকম্প। আর যায় কোথায় পাকিস্তানের পবিত্র ভুমি ভেঙ্গে খান খান এবং মুমিন মুসলিমগন পঙ্গপালের মত ধংস হয়ে গেল ৪০/৫০ হাজার।

ইসলামী টেররিষ্টগন যেরূপ চুপি চুপি তাঁদের পবিত্র বুকে শক্তিশালী বোমা বেধে সুইসাইড বম্বিং করে নিরীহ-নির্দোষ মানুষ হত্যা করে থাকে, ইসলামের মহাগুরু পরম করুনাময় আল্লাহও ঠিক সেভাবেই অতর্কিতে ভুমিকম্প পাঠিয়ে নির্দোষ এবং নিরীহ ঘুমন্ত পাকি তালেবান মার্কা বিশেষ করে কিছু গরীব মুসলিমদেরকে হত্যা করে, মানুষের ঘরবাড়ী, দালান-কোটা একেবারে চুরমার করে দিল ঠিক টেররিষ্টদের মতই। ইসলামি টেররিষ্ট এবং বেদুইন আল্লাহর কাজে কত মিল! সাধে কি আর কোরানে বেদুইন আল্লাহকে বার বার পরম করুনাময় আখ্যা দেওয়া হয়েছে? আল্লাহর করুনা এবং দয়ার নমুনা আজকাল মানুষ ঘন ঘনই দেখতে পাচ্ছে এই নশ্বর পৃথিবীতে।

সবচেয়ে মজা এবং আর্শ্চয্য ব্যাপার হল, এই ভুমিকম্পটি ঘটেছে একেবারে হিমালয়ের পাদদেশে। আল্লাহ সম্ভবত ভুলেই গিয়েছেন যে তিনি পবিত্র কোরানে বার বার বড্ড বড়াই করে বলেছেন, **''আমি জমিনে পাহাড় স্থাপন করেছি যাতে জমিন মানুষদেরকে নিয়ে কেপে না উঠে।''** আল্লাহ কত বড় বিজ্ঞানী ছিলেন! কিন্তূ মাটির মানুষ ভালভাবেই জানে যে এই জমি কাঁপিতে কাঁপিতেই, অর্থাৎ কিনা ভুমিকম্পের কম্পনের ফলেই এইসব পাহাড়-পর্ব্বত সৃষ্টি হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা কিনা বলে তিনি পাহাড় স্থাপন করেছেন যাতে এই পৃথিবী মানুষদেরকে নিয়ে কেঁপে না উঠে? বেদুইন আল্লাহর কি মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে গিয়েছিল পবিত্র কোরান লিখার সময়? কে যেন বলেছিল যে দয়ালু বেদুইন আল্লাহ আসলে বুড়ো হয়ে গেছেন; তাই তার কথাবার্তার কোন আগামাথা ঠিক নেই।

পরম করুনাময় আল্লাহ শতাব্দির সবচেয়ে ভয়ংকর ভুমিকম্প দিয়েছেন তাও আবার তারই পেয়ারা বান্দা পাক্কা মুসলিমদের মাথার উপর! কেলীফোর্নিয়ার কিছু কাফের বিজ্ঞানী ২/৩ বৎসর পুর্বেই বলেছিল যে পাকিস্তান/ভারত/বাংলাদেশ ভুখন্ডে এক

ভয়ংকর ভুমিকম্প হবে এবং তার সকল প্রস্তুতি চলছে ভুগর্বে; অথচ মুমিন মুসলিমরা তার কিছুই জানে না। জানবে কি করে, দিনে পাচবার আল্লাহর ধ্যানে মাটিতে মাথা ঠোকা-ঠুকি করে সর্বদা বেহেশ্‌তি হুরের চিন্তা এবং দোজকের প্রজ্জলিত আগুনের চিন্তা করার পরকি আর তাদের মগজে অবশিষ্ট থাকে কিছু?

পাকিস্তানের যেই প্রদেশে সবচেয়ে খাটি মুসলমানের বাস, অর্থাৎ যেখানে আফগানী তালেবানগন আমেরিকান কাফেরদের 'ডেইজি কাটারের' বাড়ি খেয়ে লেজ খাড়া করে পালিয়ে গিয়ে আস্তানা গেরেছিল এবং সেই প্রদেশটিতে আল্লাহর আইন কায়েম করে ইসলামী প্যারাডাইজ বানিয়েছিল, ঠিক সেখানেই স্বয়ং আল্লাহ নিজেই ভুমিকম্প পাঠালেন? সুধু কি তাই? আল্লাহর থাবা হিন্দু কাফেরের দেশ ইন্ডিয়াতেও কিছুটা লেগেছে; কিন্তূ সেখানেও যারা অক্কা পেল, তারাও কিন্তূ আল্লাহর পেয়ারা বান্দা খাটি মুসলিম। কি আর্শ্চয্য লিলা খেলা! আল্লাহর কি মাথা খারাপ হল নাকি বুড়োকালে ভিমরতিতে ধরল? ধরতে বলি তাঁকে, ধরে পিটায় আমাকে!

কোথায় এখন সেইসব ইসলামি বড় বড় পন্ডিতগন? কোথায় এখন আল্লাহর সৈনিক আল-কাঁয়েদা জিহাদীরা—যাদের মুখে ফেনা এসে গিয়াছিল আল্লাহর গজবের ফতোয়া দিতে দিতে? কোথায় এখন আল-জাজিরার মোল্লাগন? এখন যে তারা কেউ কোন শব্দটিও করছেনা আল্লাহর গজবের ফতোয়া গেল কোথায় এখন? বাংলাদেশের মসজিদ গুলোতে কি এখন ঘন ঘন উচ্চারন হচ্ছে **''আল-কাফিরূন, আল-ফাসিকুন, আল-আমেরিকা'** শব্দ কয়টি? নাকি এইসব মুসলিম মোনাফেকগন এখন বলবে যে, ''আল্লাহ কখনো কখনো মুমিন মুসলিমদের বিশ্বাসকে একটু ঝালিয়ে দেখেন।'' অর্থাৎ মুমিনদের বিশ্বাস খাটি কিনা তাহা পরিক্ষা করে দেখেন। অর্থাৎ, মুসলিমদের ঘাড়ে পড়লে তা'হয়ে যায় ইমান পরিক্ষা; আর কাফেরদের উপর পড়লে তা'হয়ে যায় আল্লাহর গজব!

এইসব ইসলামী মোনাফেকদের কাছে আমার শেষ প্রশ্ন—আজ যদি এই ভুমিকম্পটি আমেরিকা বা অন্য কোন অমুসলিম দেশে ঘটত তা'হলে তাঁরা কি খুব জোশের সাথে বলে বেড়াত না যে আল্লাহ কাফেরদেরকে শাস্তি দিয়েছে? মুসলিমরা কি আদৌ ভেবে দেখবে না কখনো—যে একই শক্তির ভুমিকম্পে কাফেরের দেশে মারা যায় মাত্র কয়েকজন; আর মুমিন মুসলিমদের দেশে মারা যায় ২০-৫০ হাজার? একটি পাথরের তৈরী প্যাগানদের সেই আল্লাহ নামক মুর্তিকে আর কতদিন পুজা করে সুধুই বার বার বঞ্চিত হতে থাকবে! তাঁরা কি কখনো জানবে না, বুঝবেনা যে আল্লাহ নামক সেই কাবা ঘরের মাটির মুর্তিটি (যাকে মুসলিমগন প্রাণভরে পুজা করে যাচ্ছে) এই সব ভুমিকম্প বা সাইক্লোনের কোন খবরই রাখে না?
আমার প্রশ্ন হলো মুসলিমগন শিক্ষিত হবে কবে? আমার প্রশ্ন—মুসলিমগন এই ভয়ংকর নিষ্ঠুর আল্লাহর উপর আর কতদিন বৃথা ভরসা রেখে বার বার মার খেতে থাকবে? তাঁরা কবে বিজ্ঞানের সাহায্যে পুর্বেই জানতে চেস্টা করবে প্রকৃতিক দুর্যোগের আগমন বার্তা এবং নিজকে বাচানোর জন্য নিবে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা?